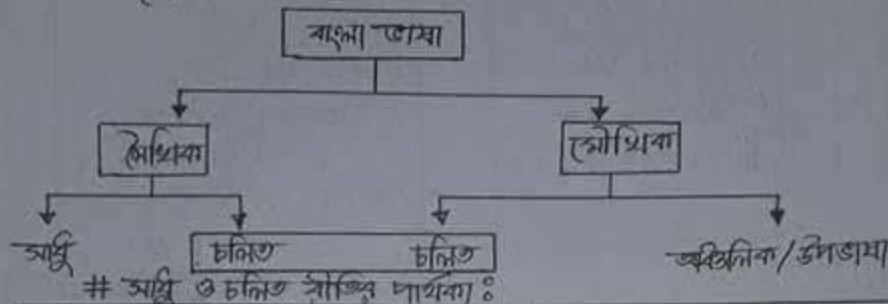


সূচিপত্র

ক্রম সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভাষা ও অর্থের প্রকারভেদ	৩-৭
০২	ব্যাকরণের আনোচ্য বিষয় ও ধ্যানশ্রুতি	১০-১৩
০৩	ধ্বনির পরিবর্তন	১৫-১৭
০৪	ন-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	১৯-২৩
০৫	স্বর্ধিকরণ	২৪-২৭
০৬	সর্গ	২৭-৩৩
০৭	দুরূষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৩৫-৩৬
০৮	দুরূহ শব্দ	৩৭-৩৮
০৯	মধ্যযাচক শব্দ	৩৯-৪২
১০	বচন	৪৬-৪৮
১১	দদাস্তিত্ব নির্দেশক	৪৫
১২	সমাস	৪৬-৫৫
১৩	উৎসর্গ	৫৭-৫৮
১৪	ধাতু	৫৯-৬০
১৫	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৬১-৬৮
১৬	দদ-প্রকরণ ও বিশ্রাদদ	৬৯-৭২
১৭	কাল, দুরূষ এবং কালের বিভিন্ন প্রমাণ	৭৩-৭৪
১৮	কারক ও বিভক্তি	৭৫-৭৮
১৯	অনুষ্ঠা, অনুমর্গ, মতিচিহ্ন, বাচ্য, বাচ্যের অনুষ্ঠা	৮১-৮২
২০	বাক্য প্রকরণ	৮৩-৮৪
২১	দারিত্র্যমিক শব্দ	৮৫-৮৮
২২	সমার্থক শব্দ	৮৯-৯০
২৩	বিপরীতার্থক শব্দ	৯১-৯৩
২৪	বাক্য সংযোগ	৯৫-৯৬
২৫	বাক্যধারা	৯৭-১০০
২৬	VIP বর্ষ-মাহিতিরূপের জন্য-সুপ্রতিম মন বাক্যধারা	১০২

■ ভাষা : মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্ম্যের সাহায্য বিহীন কৌশলে উচ্চারিত অর্থ-বোধক শব্দ বা শব্দ মনসিক ভাষা বলে।



সম্পূর্ণ রীতি	চলিত রীতি
১) সম্পূর্ণ রীতি সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চল/মৎ এর পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।	১) চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
২) সম্পূর্ণ রীতি প্রবৃদ্ধান্তের ও অসম শব্দবহুল।	২) চলিত রীতি শুদ্ধ শব্দবহুল।
৩) সম্পূর্ণ রীতি নাটকের মংলাদ ও বক্তৃতার অনুদামোদী।	৩) চলিত রীতি মৃৎক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
৪) সম্পূর্ণ রীতি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিহীন গঠনদক্ষিণ মনে চলে।	৪) চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিহীন গঠন দক্ষিণ মনে চলে না।

■ প্রবৃত্তপূর্ণ কিছু তথ্যবর্ণনা :

- দেশ, বান ও পরিবেশে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে।
- বর্তমানে পৃথিবীতে মাঝে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে।
- ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা।
- বাংলাদেশ দুর্ভাগ্য ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এবং মিশুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা।
- বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় দশ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা।
- আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম উপভাষা।
- পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে।
- বাংলা ভাষার রীতি ২টি। (প্রাচীন বা কথ্য; অপরটি ঐচ্ছিক বা লেখ্য)
- প্রাচীন রীতির ২টি রীতি। (প্রাচীন রীতি : অপরটি আঞ্চলিক বা কথ্যরীতি)
- লেখ্য বা চলিত রীতির ২টি রীতি। (সম্পূর্ণ : চলিত রীতি)

সম্পূর্ণ ও চলিত রীতির পার্থক্য মূলক উদাহরণ :

সম্পূর্ণ	চলিত	সম্পূর্ণ	চলিত	সম্পূর্ণ	চলিত	সম্পূর্ণ	চলিত
সকল	মাথা	বন্য	বুলো	জিহ্বা/উচ্চারণ	জিহ্বা/উচ্চারণ	করিয়।	বর
জুলা	জুলা	দেখিয়া	দেখে	অহর/জিহ্বা	অহর/জিহ্বা	মহিত	মহা/মাথা
জুলা	জুলা	কৃষ্ণ/কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	পড়িল	পড়ল/পড়ল	করিলেন	করলেন

■ **শব্দ** : অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।

→ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

শব্দ

গঠন অনুসারে ২ প্রকার	অর্থ অনুসারে ৩ প্রকার	উৎপত্তি অনুসারে ৫ প্রকার
(i) শৌনিক শব্দ (ii) আধিত শব্দ	(i) যৌগিক শব্দ (ii) রূঢ়/হ্রস্ব শব্দ (iii) যোগরূঢ় শব্দ	(i) ভ্রমশব্দ (২৫%) (ii) অধিশব্দ (৫%) (iii) অধ্ব শব্দ/শ্রুতি শব্দ (৬০%) (iv) দৈনিক শব্দ (২%) (v) বিদেশি শব্দ (৮%)

■ **গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ** :

(ক) **শৌনিক শব্দ** : যে সব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে শৌনিক শব্দ বলে।

উদাহরণ : গোলাপ, মা, পিতা, মাতা, নান, তিন, দুই, হাত, বই, কল

(খ) **আধিত শব্দ** : যে সব শব্দকে ভাঙলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, তাকে আধিত শব্দ বলে।

উদাহরণ :
→ প্রত্যয় যোগে : (দেখ, চল, পড়, ছু) ইত্যাদি। → চল (চল + অত)
→ সমাস যোগে : (ভাই ও বোন = ভাই-বোন, মীন সে কবে = মীনকবে)
→ উপসর্গ যোগে : উপকার, উপহার, পরাক্রম ইত্যাদি।
→ প্রত্যয় মর্মে, দ্বিরুক্তি, বিকল্পযোগেও আধিত শব্দ তৈরি হতে পারে।

■ **অর্থমূলক শ্রেণী বিভাগ** :

(ক) **যৌগিক শব্দ** : যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ প্রকৃষ্ট থাকে, তাকে যৌগিক শব্দ বলে।

উদাহরণ

→ গামক = গা + ক (অক) → গান করে যে।	→ দাগলাঙ্গি = দাগ + অঙ্গি → দাগের জব।
→ কর্তব্য = কৃ + তব্য → যা বহু উচিত।	→ রাধুনি = রাধি + ঐনি → সে রাধি বা রান্না করে।
→ বধুমানা = বাধু + মানা → বাবুর জব।	→ খাদরাসি = খাদর + আসি
→ মর্দুর = মর্দু + র → মর্দুর মত মর্দু গুণযুক্ত।	→ শায়ন = শয় + অন
→ দৌহিত্র = দৌহি + ত্র → কন্যার পুত্র, নাতি।	→ নমন = নে + অন
→ চিকামাসা = চিকা + মাসা → দেওয়ালের নিখন।	→ নায়ক = নে + অক
→ দিহীন = দিহ + ইন → মার দিহ নেই।	
→ মিজানি = মিজ + অনি → মিজর মত অথবা বন্ধু।	
→ সুখদ = সুখ + দ → সুখ ঘেঁষে যে।	
→ দাঁক = দাঁ + অক (এক) → দাঁট করে যে।	

যৌগিক শব্দ

কলো রাখার কৌশল

→ যৌগিক শব্দের ন্যায়ক সুখদ নমন ও শায়নকে বসান, মর্দুর গামকেরা বসান। পালন না করে বানান।
→ পিহীন প্রবিন ভাষায় দাঁক ও রাধুনি-মিজানি দৌহিত্রকে নিয়ে দাগলাঙ্গি বা খাদরাসি না করে চিকামাসাও গেল।

৩। 'ক্ষ' যুক্ত শব্দ অসম শব্দ। (নক্ষত্র, চক্ষু, বক্ষ, শিষ্ণু)

৪। 'ক্ষ' যুক্ত শব্দ অসম শব্দ। (মক্ষা)

৫। অসম উপসর্গ যুক্ত শব্দ অসম শব্দ। (প্রণব, দল্লভূষ, অঙ্গমান, মনুদ্র)

৬। অসম সন্ধি সমূহ অসম শব্দ। (মলে রাখা বিসর্গ সন্ধি সমূহের সবগুলোই অসম)

৭। অসম প্রত্যয় সমূহ অসম শব্দ। (কারক, শ্রবণ, সাহিত্যিক, হৈমন্তিক)

৮। দু-মূল সমাধিক শব্দগুলোর বেশির ভাগই অসম শব্দ। (চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র)

অসম শব্দ

→ সূর্য, চন্দ্র, দর্শন, রাবি, কক্ষী, নক্ষত্র, মনুষ্য, পিতা, স্নাতা, প্রাজ, বর্ন, কর্ম, জোজন, শয়ন, স্রা, ক্ষমা, ক্ষমতা, বৃত্ত, চর্ম, তুল, তুলন, আদ্য, ক্ষতি, ব্রুটন, দীক্ষিত, বন্য, স্রুতি, ত্বন, দ্য, প্রক্ষর, বৃণা

মনে রাখার কৌশল

→ দর্শন ও নদী অর্থে দুদর বৃক্ষমতা ও দুখা পাতের গুহ দেখা যায়, সেখানে আপসী অর্থাৎ ও মানব কন্যা বর্ষার রাশিকে লোকায় চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে বৃত্ত করে এবং সকাল বিকাল চর্মকার স্রমী ও সম্রাট প্রথমে সূর্যের নীচে আঁদের ভীষণ মৃত্ত গৃহীণীকে বৈশ্বকব আজিলে বর্ন বর্ন করে স্রুতি লাফের ছন্দ করে।

(খ) অর্ধ-অসম : অর্ধ অসম শব্দের অর্থ অর্ধ তাহার সমান অর্থাৎ অর্ধেক সংস্কৃতের সমান। যে সব শব্দ সংস্কৃত থেকে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশে তাকে অর্ধ-অসম শব্দ বলে।

উদাহরণ

অসম	অর্ধ-অসম	অসম	অর্ধ-অসম	অসম	অর্ধ-অসম	অসম	অর্ধ-অসম	অসম	অর্ধ-অসম
শ্রাঙ্গ	ভেঁরাঙ্গ	অঙ্গবান	অঁগার	গৌদ	গৌদুর	বুঁচি	বুঁচি	দুঁক	দিট
মিস্র	মিষ্টির	মুরোহিত	মুরুত	দুয়	দুয়া	জুঁসুঁ	জুঁসুঁ	সুঁয়	সুঁয়ু
মিথ্যা	মিছা/মিছে	স্ফটিক	ফটিক	নিমগ্ন	নেমকু	গুহু	গোরহু	দিও	দিও
ব্রহ্ম	ব্রহ্ম	রাশি	রাশির	লোহি	লোহা	স্রী	ছিরি	সুখিণী	জুই
বৃণা	বেরা	মন্ড	মন্ডর	বিদু	বিদু	বৈদ্য	বদি	চক্ষু	চোখ
চন্দ্র	চন্দর	যুগ	যুগ	জ্যোৎস্না	জ্যোত্না	গাত্র	গাত্র	বৃক্ষ	কোন্টা
ব্রহ্মকর	ব্রহ্মকর	কুঁবা	খিদি	স্বর্ন	স্বানা	মর্ক	মর্ক	গদুড	গাধা
প্রাণ	পরান	ব্রুণিত	ব্রুদিত	অরম	অরা	গৃহীণী	জিরি	স্রাদ	মোহাদ
কামদু	কায়েত	প্রাণ	পেঁরাম	যজ্ঞ	যজ্ঞি	চর্মকার	চামার	কদলি	কনা
কর্মকার	কামার	বর্জি	বাজি	মন্ত	মন্তি	বিশী	বিশির	প্রশ্ন	দেপ্তার
হংস	হাস	মকল	মকল	কদলি	কনা	জুসু	উচ্চ		

মনে রাখার কৌশল

→ চন্দ্র ও সুবৃত্ত বোম্বের প্রাণের মিষ্টি বাড়িতে নেমকু লেগে সঁও, সঁম ও বনা পেরাম করাত গিলে দেখান কোন্টা জ্যোত্না রাশিতে ব্রুদিত গিরির সাথে দুখার নিচে দিরি বহু দুবৃত্ত থেকে ছেঁড়া করছে।

স্বাক্ষর

ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল

- **ধর্মমংকৃত শব্দ** : খোদা পুনাই করলে মোমখ দেবে। ফেরেশতা ও পয়গম্বুরা নামাম পড়লে ও রেখা রাখলে বেহেশত পাবে।
- **প্রশাসনিক ও সামাজিক শব্দ** : বাদশাহ ও বেগম একদা দুর্ব্বারের বসনখানায় মোকালে চক্ষমা দরা এক বাদ্যাকে জ্বাংবদি না করে জোমক বসবার ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সে মেথর সম্মাদামের মোক ইত্তমাম দরজারের বাসেকজন বক্ষিকতা (বসদ) স্থুর করলেন। এত বাদ্যাহ দক্ষদ্রতকৃত নানিশা গ্রহণ করে তারিখ টিকা করে আকে দৌলতপুর দাচিসে দিলেন।
- **বিবিধ শব্দ** : আদমি তিন্দা নমুনার বদমাম জ্বাংমার আমদানি রফুয়নি করে হাজ্জামা সূর্যি করে।

- # **নামাম, মোম না করলে পুণাই হয়, অই বেহেছে হয়** পারল না। তখন পয়গম্বুর ও ফেরেশতামা খোদার নিদেশে মোমখে নিয়ে মাবে।
- # **বাদশাহ ও বেগম একদা দুর্ব্বারে** এক বাদ্যাকে মরকারি (মরকার) চাবুরি দিতে চাইলেন। কিন্তু সে মেথর সম্মাদামের মোক ইত্তমাম দরজারের বাসেকজন বদমাম জ্বাংমার বলে হাজ্জামা স্থুর করলেন। এত বাদ্যাহ দক্ষদ্রতকৃত নানিশা গ্রহণ করে আদের বদমাম না করে জামদানি বখমিকার পরিবর্তে বরখাস্ত করলেন এবং জ্বাংমাকে বললেন আদমিদের তিন্দা গদান কাচি ফেরে।
- # **কারিগাররা চক্ষমা তেরি করে** কারখানায়। কারখানাটি ঢাকার গুলশানে অবস্থিত। চক্ষমা বিক্রি করে বাজারের মোকালে। কারিগার চক্ষমা তেরির জন্য কাচামাল আমদানি করে এবং গুলজান চক্ষমা রাখানি করে। আর এই চক্ষমা সে খুচরা ও পার্কারি দুই জায়গে বিক্রি করে।
- # **জামাই বিয়ে করার সময়** দাক্তামা দাক্তাবি পড়ে স্থাখে রুমাম দেয়। বিয়েতে মোরগা মোনাও সুগুণীর মোর্যি বিক্রিমানি জ্বাংমো হয়। জামাই সম্ব না খেয়ে সাজারেরদের কানাই বাজাত বলে আপন মনে আনু তরমুজ খালসার ও মরিচের সবজি খাওয়া শুরু করেন।
- # **বাচান বা বাগিচায়** যখন অনেক মোল মোমাদ মোর্ডে তখন দেখা যায় জানিচার মত।
- # **গাম্য বায়মক অর্থ্যাং** মেমুলোর মাথে "অর বা অরা" মুদ্রা থাকে তা কোন চিত্র হারাই ফারমি শব্দ।
 (মোরগা, মোজরা, মোজরা, মোজর, মোজর)।
- # "জমি, জম, জম" দিয়ে গঠিত শব্দ কারমি শব্দ। (জমির, জমজম, জামাই, জামদানি)
- # **রং এর নাম** (লোন, মবুজ, মাদা, আমদানি, আকাশী) → ফারমি শব্দ; তবে "লোন" - শুধুমাত্র শব্দ।

- **ফারসি (প্রশাসনিক ও সামাজিক শব্দ)** : বাগত কারখানার কারিগর ওমাদ কাবুরি আরুগান আভুর বাগানে এক দুর্ব্বারে মোকালে চক্ষমা বসে আরামের আমেজে বসন্তরাম আঞ্জাম জ্বাংমো। এদিকে মোমার মোমলের মোমোন্দা দৌলত মিয়া নিত দক্ষদ্রত ও জ্বাংবদি দিয়ে জানিচাম বসা বাদ্যাহ ও মোমাদ হাট দাঁড়ানো মোমোন্দা বাদ্যে নানিশা করলো। বাদ্যাহ তখন মিদাহি মোমাদাকে মোকো সমস্ত স্থি বদদেরকে বক্ষিমার করে দিতে বললেন। কিন্তু ঐক্য অবিধে এক মেথর রুমদ দুই বসন্ত গিয়ে চাকরিচ্যুত হলো।
- **ফারসি (ধর্ম মংকৃত)** : খোদা ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বুরকে বলে দিলেন মারা নামাজ, রেখা ব্যস্তে আদের তিন্দা বেহেছে আর পুণাই করলে মোমখ দেবে।
- **ফারসি (বিবিধ)** : আমদানি- রাখানি বুঝমা করতে গিয়ে হাজ্জামা বক্ষিমি দিল বদমামা আমদানি ও তিন্দা জ্বাংমারের দন।

তুর্কি শব্দ মনে রাখার কৌশল

- **মোমদরা থান বাহাদুরের** মোক খুঁতে পাওয়া মাছে না। এক তুর্দি দরা কীতকা দারোগা কব্বি হাট মোক জামা বরজিল। জামা কাগ সে খুঁতে মোক চাবুর, কাচি, মো চাককা বকবক করে। চিবুর আঙলে বাবুরি খা মোহমের খোকার জন্য কোর্মা রান্না করলেন। দারোগা বাবুরি চিবুরাম করলে সে বলল, আমদানি আমার দাদা টাঙ্গুর, বাবা মওজাত আমি কিছুই জানি না। এখানে কম বসে চাবুর, কুনিরা। আমদানি জোপ দেন, অরা কাবু হয়ে সব বলে দিবে।

আরবি কব্দ মতে রাখার কৌশল

- # ধর্ম সংক্রান্ত কার্যসমি কব্দগুলো ছাড়া বাকি সব আরবি কব্দ। → আল্লাহ, মালাত, মাওন
 # অসম্ভবত সংক্রান্ত কব্দগুলো বাকি রাখার কৌশল। → উদ্দিন, সুজার, নাস, গুজাম, মুসলিম
 # দোমাত-কনম দিয়ে গুলম বা আলম কিতাব, কোদা কানুন, বই নিখেন।
 # মোমুমি জাহাজ বাকি বিলত বক্তা কবন। যে মাজানের মাঝে মোনাহম মুব সফল গাওয়া শুরু করল। এর মাঝে অবলা অনপুরা বাজাতে শুরু করল। অবলা অনপুরার আগ্রাভে তুহান নামল।
 → আলমফা ইনামের আইন কানুন ও কোরআন হাদিস মর্মাণে ইনামিভাবে ইচ্ছাহার দিলেন। হারাম বক্তা করে হামান দায়ে মোবা মচিকভায়ে ওমু গোমন করে গলেগে মাঝে মাকাত ইজ পানন করলে আল্লাহকে ইমান সুগুণ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাত ইচ্ছায় দিলেন। যারা গারিবদেরকে বই, কিতাব, দোমাত, কনম, জামি দিয়ে মাঝামাঝি কবরে আল্লাহর আদালতের গুণনামে ইনমাকের নামে আদের নজদ, বাকি সব গুণাই খারিজ হয়ে যাবে। দানান, ইছুদি, উকান, উজির, মোস্তাফ, মুসোফ, কামতানদের কবরে প্রবন হবে।

হিন্দি কব্দ মতে রাখার কৌশল

- চামেলি মিঠাই খেয়ে কমনা বাজার জামা পরলে আকে বাম্বার মত দেখাচ্ছিল। এমন সময় জগদানি ওয়ানা হিন্দি বক্তা করে গলে চামেলি আকে ডেরা করে দানিত ফেলে দিল। টেন পুনিশা বাকি পেয়ে তুলদি প্রবল গলে আদের কানন বাল টাক্স মোহ চাহিদা মত পুরি খাওয়ান।

মনে রাখার কৌশল

- চিনা কব্দ ^{চিনা} মালানরা নিচু, লুচি ও চা বানাতে চিনি ব্যবহার করত।
 → জাদানি কব্দ : জাদানিরা হারিকিরি মুক্ত রিক্সা চড়ে আর জুতো ক্যাবার্টের প্যাগোড থেকে হটনাথেনা ফুল কিনে।
 → মামানমার (বর্মি) কব্দ : বার্মা নুজিকে শোভিত বাল।
 → চুর্কি কব্দ : চুর্কি চাকরদের চুর্কি লাগ দেখলে দাড়াচা মনে হয়।
 → গুজরাটি : গুজরাটের অকনি তে হরখলের মনম খদর নিচি হয়না।
 → পাটুয়াবি : পাটুয়াবরা তরকা দিলে চাহিদা অনুযায়ী শিখ তেরি বহ।

ইংরেজি কব্দ : ইংরেজি কব্দ দু প্রকারের -

- আলেক্টা ইংরেজি উদাহরণ : ইন্টিনিগারিটি, ইন্টিনিম, বকজ, চিন, নডল, লোট, গার্ডিয়ন, লামিন, ব্যাঙ্গ, ফুটবল, মার্চাল, স্কুল, লাইব্রেরি
 → দরিদ্রবর্তিত উদাহরণ : অফিস (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle)

অন্যান্য সরল কব্দ

- মোক্খিকান = চকলেট
 → ফ্যানিশ = অমক
 → মিংশনি = মিডন
 → মার্বাচি = বরগি
 → অক্টোনিয়া = ব্যাড্ডাবু
 → মদিশি আক্কা = তেয়া
 → ফিক = কোদ, দাম, ডেমার
 → ইআনীম = ফাফিয়া, ফ্যাভেনী
 → জার্মান = নার্সি
 → অমিন = চুর্কি বা চুর্কি
 → লেব = ব্রুইনাইন
 → আলম = বক্সাফুয়া, বিবিত
 → নুশ = বনজোডিক
 → মাতজনি = বোজা, ইজিয়া

মিশ্র কব্দ

- রাজা-বাদশা (অসম+ফারসি) → হারুজা (ইংরেজি+বাংলা)
 → হাট-খজার (বাংলা+ফারসি) → বেঘুর (আরবি+অসম)
 → হেড-মোনসি (ইংরেজি+ফারসি) → দক্ট-ম্যান (অসম+ইংরেজি)
 → হেড-পাকি (ইংরেজি+অসম)
 → অফার-খনা (ইংরেজি+ফারসি)
 → দলট-মার (ইংরেজি+বাংলা)
 → মি-ইদি (ফারসি+আরবি)
 → আইনজিবি (ফারসি+অসম)
 → থ্রি-কব্দ (থ্রি+কব্দ) = (ই+অসম)
 → বোমাবাক (পুর্বাতি+ফারসি)
 → বাক্সমালি (অসম+ফারসি)
 → কালি-কাল (সংস্কৃত+ফারসি)

- ইংরেজি ডাক্তার থ্রি-কব্দ শব্দ হেড আইনা জার ?
 → ফারসি আইন বাদশা মোনজির মে বাজারখানা।
 → অসমি রাজা দক্কা অদুর্ভাব।
 → বাংলা-হাট হাট মার।
 → আরবি-বেহদি

- **ধ্বনি**: কোন ভাষায় উচ্চারিত স্বরের ক্ষুদ্রতম অংশ, পরমাণু অংশ বা অবিজাত্য অংশ যাকে আর জড়ো যায় না তাকে ধ্বনি বলে।
 → ধ্বনি বোঝাতে [] ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: [অ], [আ], [ই], [ই]

- **বর্ণ**: ধ্বনিকে প্রতীকিত্ব চিহ্ন আকারে প্রকাশ করলে তাকে বলে বর্ণ।
 → বর্ণ লিপিত, চোখে দেখা যায়।
 উদাহরণ: অ, আ, ই, উ

- **অক্ষর/syllable**: নিঃস্বাসের সন্দেহ প্রমাণে একই বস্তু আন্দোলন ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টিটুকু একত্রে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে।
 উদাহরণ: স্নান, স্না, বি-শ্ব-বি-দ্যা-নম

- বাংলা বর্ণমালা মোট ৫০টি। স্বরবর্ণ ২০টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩০টি।

স্বরবর্ণ সমূহ
অ আ ই ই উ উ
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

২০টি

— স্নান
= অর্ধস্নান
বাকী সব ধ্বনি

স্নান	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট
স্নান	৬	২৬	৩২টি
অর্ধস্নান	১(ঐ)	৭	৮টি
মধ্যস্থি	৪	৬	১০টি

৩০টি

অর্ধস্নান সমূহ
 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ

ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ
ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ন
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল
শ ষ স হ
ঙ ঙ ঙ
ঐ ঐ ঐ

- **কার**: স্বরবর্ণের সংশ্লিষ্ট রূপকে কার বলে। কার আছে ২০টির। অ-মোহো কার নেই।
- | | |
|--------------|---------------|
| ১. অ = আ-কার | ৬. < = ঐ-কার |
| ২. ই = ই-কার | ৭. < = ঐ-কার |
| ৩. ঐ = ঐ-কার | ৮. < = ঐ-কার |
| ৪. ঐ = ঐ-কার | ৯. < = ঐ-কার |
| ৫. ঐ = ঐ-কার | ১০. < = ঐ-কার |

কিছু বর্ণের প্রকারিক কার চিহ্ন:
ঐ → ঐ, ঐ, ঐ, ঐ
ঐ → ঐ, ঐ, ঐ
ঐ → ঐ, ঐ

- **ফলা**: ব্যঞ্জনবর্ণের সংশ্লিষ্ট রূপকে ফলা বলে। ফলা আছে ৬টি।
- | | |
|--------------|--------------------|
| ১. য-ফলা (য) | ৪. র-ফলা (র) → ১ |
| ২. ল-ফলা (ল) | ৫. ঐ-ফলা (ঐ) |
| ৩. ঐ-ফলা (ঐ) | ৬. ঐ/ঐ-ফলা (ঐ/ঐ/ঐ) |

এ উচ্চারণ জ্ঞান অনুযায়ী স্বরধ্বনি ৭টি অবস্থান:

স্থান	সম্মুখ ওষ্ঠ- ধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয় ওষ্ঠ- ধর বিসৃত	পশ্চাৎ ওষ্ঠ- ধর গোলাকার
উচ্চ	ই/ঈ		উ/ঊ
উচ্চ মধ্য	এ		ও
নিম্ন মধ্য	আ		অ
নিম্ন		আ (আধ্বা)	

এ স্বরধ্বনি উচ্চারণের স্থান:

স্বরধ্বনি	উচ্চারণ
১. অ, আ	কণ্ঠ
২. ই, ঈ	অনন্য
৩. উ, ঊ	ওষ্ঠ
৪. এ	মূর্ধনা
৫. অ, ঐ	কণ্ঠ অনন্য (৩+২)
৬. ও, ঔ	কণ্ঠ ওষ্ঠ (৩+৩)

এ নিম্ন উচ্চারণ জ্ঞান অনুযায়ী বাংলা পঁচিশটি
ব্রহ্মসন্ধির বিভাজ দেখানো হল:

উচ্চারণ স্থান	ব্রহ্মসন্ধির বর্ণসমূহ	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রজিহ্বা	চ ছ জ ঝ ঞ	অনন্য বর্ণ
দন্তাদিকমূল	ট ঠ ড ঢ ত থ	মূর্ধনা বা দন্তাদিকমূলীয় বর্ণ
অগ্রদন্তমূল	ড ঢ ণ	দন্ত বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ঝ	ওষ্ঠ বর্ণ

এ ব্রহ্মসন্ধি ৩৫টি যার মধ্যে-
১. সম্মুখ/মূর্ধ → ২৫টি (ক-ন পর্যন্ত)
২. নাসিক্য → ৫টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ঞ)
৩. কমলজাত → ৩টি (র)
৪. অগ্রজিহ্বা → ২টি (চ, ছ)
৫. দাঁড়িয়াক্ষর → ৩টি (ল)
৬. উচ্চ/নিম্ন → ৪টি (ই, ঈ, উ, ঊ)
৭. অগ্রদন্ত → ৪টি (ট, ঠ, ড, ঢ)
৮. দন্তাদিকমূল → ৩টি (ত, থ, দ)
৯. অন্তরালিক → ৩টি (প, ফ, ব)

উচ্চারণ স্থান	আগম		যোগ		
	(১) অন্য প্রাণ	(২) মহাপ্রাণ	(৩) অন্য প্রাণ	(৪) মহাপ্রাণ	(৫) নাটকীয় অন্য প্রাণ
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
অনন্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধনা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম
	+	-	-	-	-

অগ্রজিহ্বা	কমলজাত	দাঁড়িয়াক্ষর	উচ্চ/নিম্ন	অগ্রদন্ত	দন্তাদিকমূল	অনু- প্রাণ
ঙ	ন	ল	ক	ম	ং	৩
চ			খ	ঝ	ঃ	
			গ	ঘ	৩	
			জ	ঝ		

ব্রহ্মসন্ধি অর্থ কারিকা:

- # বিভাজ (১, ৬, ৫) = অনন্য প্রাণ
- # জোড় (২, ৪) = মহাপ্রাণ
- # (১, ২) = আগম
- # (৩, ৪, ৫) = যোগ

Technic:

→ কণ্ঠ অগ্র মূর্ধ দন্ত ওষ্ঠ না
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
কণ্ঠ অনন্য মূর্ধনা দন্ত ওষ্ঠ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ক চ ট ত প

ধ্বনির পরিবর্তন

ক) ধ্বনির পরিবর্তন কোন হয়? * ধ্বনির পরিবর্তন হচ্ছে আকস্মিক ভাষার পরিবর্তন।

- ভাষার বিবর্তনের ফলে। (আম্মা > আম্মু ; আক্সা > আবু)
- দ্রুত উচ্চারণের ফলে। (জিস্সা > জিস্বা ; উচ্ছা > উচ্চা ; কব্বা > কব্বা)
- উচ্চারণের অসামর্থ্যজনক কারণে। (করীর > করীন)
- শুদ্ধ উচ্চারণ বা সঠিক উচ্চারণ না জানার ফলে।

খ) নিম্নে ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মগুলো আলোচনা করা হল।

* **স্বরভ্রাস** মানে কি? → স্বরের আগমন কোথায় হয়?
 স্বর আগমন
 Ans: স্বরের আগমন

Rule-1(a): স্বরের আগমন স্বরের শুরুতে/আগে ঘটেলে তাকে আদিস্বরভ্রাস বলে।

উদাহরণ: ~~ক্ষী~~ > ইক্ষী ~~ক্ষুল~~ > ইক্ষুল
~~ক্ষেন~~ > ইক্ষেন ~~ক্ষর্ষা~~ > আক্ষর্ষা

Rule-1(b): স্বরের আগমন স্বরের মাঝে বা মধ্যে ঘটেলে তাকে মধ্যস্বরভ্রাস বলে।

উদাহরণ: ~~আত~~ > আতু ~~চার~~ > চারু ~~হাস~~ > হোগাস
~~মত~~ > মতন ~~ভুজ~~ > ভুজু ~~গ+ন+রান~~
 (য+অ+ত+ন+অ) > (য+অ+ত+অ+ন+অ) ~~মুজা~~ > মুজুজা
~~মুকজা~~ > মুকুজা (উ-কার অন্তর্গত থাকে)

Rule-1(c): স্বরের আগমন স্বরের কোষে বা অন্তে ঘটেলে তাকে বলে অন্তঃস্বরভ্রাস।

উদাহরণ: ~~আত~~ > আতি { অন্তরে } ~~দিশ~~ > দিশা
~~মর~~ > মরি ~~দ্র+ই+শ~~ > দ্র+ই+শ+আ
~~চ+আ+র~~ > চ+আ+র+ই ~~বেকি~~ > বেকি ~~মত~~ > মতি

* **স্বরলোপ** মানে কি? → স্বরধ্বনি লোপ পায় কোথায় কোথায় থেকে?
 স্বর লোপ পাওয়া → স্বর থেকে, মধ্য থেকে, অন্ত থেকে।

Ans: স্বর ধ্বনির লোপ পাওয়া।

→ স্বরলোপ বা মধ্যকর্ম

→ স্বরভ্রাসের বিপরীত অর্থ → স্বরলোপ

Rule-6: কালের মধ্য দুটি শুক্লের পারস্পর্য পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধনি বিপর্যয় বলে।
 উদাহরণ: বাকম > বামক নাক > নাক নজ্জুল > নজ্জুল ডেক > ডেক
 দিশাচ > দিশাচ ২৫৭ > ২৭৫ ২২৮ > ২৮২ লোকমান > লোকমান

* শুক্ল বিকৃতি মানে কি?

Ans: শুক্ল বিকৃতি মানে শুক্লটো বদলে যাবে। অর্থাৎ কালের মধ্য থেকে যেগুলো

একটি শুক্ল পরিবর্তন করে দিলেই শুক্ল বিকৃতি। { ২৭৮ > ২৭৮ }

① [দিশার কাছে কালড দেওয়া দাইয়া রাস কলে ঘরের বাদ্যে লাগিয়ে দিলে] { ৫৮ > ৪৮ }

Rule-7: শব্দ মধ্য কোনো কোনো সময় কোনো শুক্ল পরিবর্তিত হয়ে নতুন শুক্লধ্বনি
 সৃষ্টি হয়। একে শুক্ল বিকৃতি বলে। কাক > কাক > হাক > হাক

উদাহরণ: কবাক > কবাক বাক > বাক
 কবাক > কবাক দাইয়া > দাইয়া

* অন্তর্ভুক্তি মানে কি? → আনিরণ শেষ বর্ণ out হলে শুক্লচ্যুতি।

Ans: → সর্বাধিক কালের আগের বর্ণ out হলে অন্তর্ভুক্তি।
 → অর্থাৎ শুক্লচ্যুতি ও অন্তর্ভুক্তির মধ্য সমর্থকমূল্য আছে।

কালের মধ্য ২৫ একটি শুক্লচ্যুতি গেলে তাকে অন্তর্ভুক্তি বলে। অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তি মানে
 অন্তরের মাঝখানে ২৫ বা মাঝখানে নাই।

* দুইটি ভিন্ন বর্ণের কালের মধ্য থেকে একটি ধ্যমে পড়লে অন্তর্ভুক্তি।

* দুইটি সমবর্ণের একটি ধ্যমে পড়লে তা শুক্লচ্যুতি।

Rule-8: দ্বন্দ্বের মধ্য কোনো শুক্লধ্বনি ছাড়া গেলে তাকে বলা অন্তর্ভুক্তি।

উদাহরণ: মলমল > মলমল ওয়হি > ওয়হি বড়দাদা > বড়দাদা
 ফলাফল > ফলাফল আলাহি > আলাহি চাকুরদাদা > চাকুরদাদা

* বিষমীভবন মানে কি? → সমীভবনের বিপরীত অর্থাৎ বিষমীভবন

① বিষমীভবন হওয়ার মত কি? { অসমান ভিত্তি } { শুক্লবর্ণ } { সমান ভিত্তি অসমান হবে }

Ans: দুইটি সমবর্ণ থাকলে হবে ২৫; ২ দুই সমবর্ণের যে কোনো একটি বর্ণ পরিবর্তন করলেই
 বিষমীভবন হয়ে যাবে।

Note: দুইটি একই বর্ণের একটি change করলেই বিষমীভবন। ২২২৪ > ২৬২৪

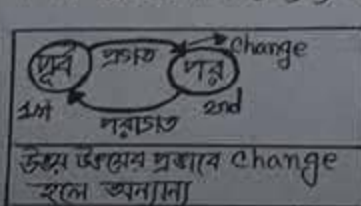
→ একই বর্ণ দুইবার বদলেই চিত্র না করে ব্রহ্ম নিবে গতি বিষমীভবন। ২৪২৪ > ২৪২৭

Rule-9: দুটি সমবর্ণের একটি পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

উদাহরণ: কাক > কাক কাক > কাক কাক > কাক কাক > কাক
 কাক > কাক কাক > কাক কাক > কাক কাক > কাক

* অক্ষীভবন মানে কি? → কাক > কাক কাক > কাক কাক > কাক

Ans: অক্ষীভবন মানে শুক্লম্যাচি বা শুক্লসমগ্রকরণ।



→ প্রবর্ত প্রভাবে প্রবর্তের change অর্থাৎ প্রবর্তের মত
 প্রবর্ত বর্ণ হলে গেলে। (2nd change হবে)

→ প্রবর্তের প্রভাবে প্রবর্তের change অর্থাৎ প্রবর্তের
 মত প্রবর্ত বর্ণ হলে গেলে। (1st change হবে)

→ উভয় বর্ণ change হলে গেলে।

* প্রসঙ্গ = ২ বাক্য বর্ণ ২ বাক্য হবে।

* প্রসঙ্গ = মর্মে আসে হবে। * শুক্লসমগ্র সমীভবনের নিয়মে হয়।

Rule-10(a): ধ্রুবেব স্থানির প্রজাবে পরবর্তী স্থানির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে প্রসৃত।

উদাহরণ: $\frac{\text{চন্দ্রান} > \text{চন্দ্রন}}{\text{নীদ} > \text{নীন}} \quad \frac{\text{নগ্ন} > \text{নগাণ}}{\text{সীন} > \text{সি+ণ}} \quad \frac{\text{পদ্ব} > \text{পদ্বক}}{\text{কা+ব} > \text{কা+ক}} \quad \frac{\text{চব্ব} > \text{চব্বক}}{\text{কা+ব} > \text{কা+ক}}$

Rule-10(b): পরবর্তী স্থানির প্রজাবে পূর্ববর্তী স্থানির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে পরাসৃত।

উদাহরণ: $\frac{\text{দুর্জা} > \text{দুর্জগা}}{\text{দুর্জগা} > \text{গ+গা}} \quad \frac{\text{মদূর} > \text{মদুর}}{\text{তু+দ} > \text{দ+দ}} \quad \frac{\text{রাদ্ব+না} > \text{রাদ্বা}}{\text{দ্ব+ন} > \text{ন+ন}} \quad \frac{\text{উৎ+বুধ} > \text{উত্ত্বুধ}}{\text{ত্ব+বুধ} > \text{বুধ+বুধ}}$

Rule-10(c): যখন পরস্বরের বা উভয়ের প্রজাবে উভয় বর্ণের পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অন্যান্য।

উদাহরণ: $\frac{\text{বৎসর} > \text{বৎসর}}{\text{চ+হ} > \text{হ+হ}} \quad \frac{\text{সত্য} > \text{সম}}{\text{ত+য} > \text{ম+ম}} \quad \frac{\text{বিদ্যা} > \text{বিদ্ব}}{\text{দ+য} > \text{দ্ব+দ্ব}} \quad \frac{\text{মজ(ত+য)} > \text{মজ(চ+চ)}}{\text{ত+য} > \text{চ+চ}}$

* **স্বরমজ্জতি** কাকে কি?

Ans: স্বরমজ্জতি মানে স্বরের মিল। স্বর ম্যাচিং বা স্বর সিনক্রোনাইজেশন।

→ একটি স্বরের সাথে অজ্জতি রেখে আর একটি স্বরের পরিবর্তনকে

স্বরমজ্জতি বলে।

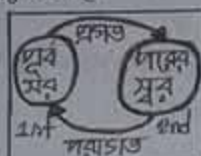
৪টি:

(i) প্রসৃত = 2nd change

(ii) পরসৃত = 1st change

(iii) মজ্জিত = মাঝে change

(iv) অন্যান্য = সব/সোমোমস change



	সম্মুখ অস্থির প্রসৃত	বন্ধীয় অস্থির পরসৃত	পক্ষ্য অস্থির সোনারূত
উচ্চ	ই/ঈ		উ/ঊ
মধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	আ/অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

Rule-11(a): আদিস্বর অনুস্বামী অক্ষরস্বর পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ পরস্বর স্বরধ্বনি বদলে

জলে প্রসৃত। $\frac{\text{কিলা} > \text{কিলে}}{\text{ই+আ} > \text{ই+এ}} \quad \frac{\text{জুলা} > \text{জুলা}}{\text{উ+আ} > \text{উ+ও}}$

Rule-11(b): অক্ষরস্বরের কারণে আদিস্বরের পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ আদি স্বর বদলে জলে তাকে বলে পরাসৃত।

উদাহরণ: $\frac{\text{দৈশি} > \text{দিশি}}{\text{এ+ই} > \text{ই+ই}}$

Rule-11(c): আদিস্বর ও অক্ষরস্বর কিংবা অক্ষরস্বর অনুস্বামী স্বরস্বর পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ মধ্যস্বর বদলে জলে তা মজ্জিত।

উদাহরণ: $\frac{\text{বিলিতি} > \text{বিলিতি}}{\text{ই+আ+ই} > \text{ই+ই+ই}} \quad \frac{\text{জিলিতি} > \text{জিলিতি}}{\text{ই+আ+ই} > \text{ই+ই+ই}}$

Rule-11(d): অন্যান্য অর্থ পরস্বর। অর্থাৎ দুইটি স্বরধ্বনি পরস্পর পরস্বরের (দুটি দুটির) প্রজাবে বদলে জলে তাই অন্যান্য।

→ আদ্য ও অক্ষ দুই স্বরই পরস্পর পরস্বর হলে তাই অন্যান্য স্বরমজ্জতি।

উদাহরণ: $\frac{\text{মোতা} > \text{মুতো}}{\text{ও+আ} > \text{উ+ও}}$

অর্থাৎ ও পরস্বর উ এমোছে
আ পরস্বর ও এমোছে

* অপিনিহিতি মানে কি?

Ans: হ/উ/ঢ় এই তিনটি সার দ্বারা নিহিত বা উদ্ভূত আছে চিক অথবা সেই বর্ণের আগে চলে আসার বা বসার নামই অপিনিহিতি।

→ ঢ (ম-ফলা থাকলে শুধু হই হবে) [বাক্য > বাইক্য; মণ্ড > মইণ্ড]

→ ম-ফলা (ঢ) আছে এবং এর পরিসরে হই আগলুই বুঝবে অপিনিহিত [বাক্য > বাইক্য]

* অতিশ্রুতি না হলে অক্ষরই অপিনিহিত।

Rule-12: অপিনিহিতি মানে পরের হ/উ কার (f, x) বা ম-ফলা (ঢ) আগে চলে আসা। কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জননের আগে (স্বরধ্বনির আডামনে) হ/উ বন্ধনে আসা।

উদাহরণ: / আতি > আইত / মারি > মাইরি / বাক্য > বাইক্য / চারি > চাইরি
 আত+ই আ+ই+ত / মণ্ড > মইণ্ড / বাক্য > বাইক্য / চারি > চাইরি
 কাব্য > কাইব্য / মণ্ড > মইণ্ড / মণ্ড > মইণ্ড

অপিনিহিতি বন্ধন যুক্ত ব্যঞ্জনন (ঢ) আছে।
 → (ঢ) থাকলেই যুক্ত ব্যঞ্জনন

চার > চাইরি = মণ্ড সুরাসান
 কারণ যুক্ত ব্যঞ্জনন নাই

* অতিশ্রুতি মানে কি?

Ans: সার্ব্ব থেকে চলিত করে দিলেই অতিশ্রুতি হয়ে যায়। [কারিয়া > কারে
 মণ্ড > চলিত]

Rule-13: বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি দুর্বর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং অনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অতিশ্রুতি।

উদাহরণ: / শ্বনিয়া > শ্বনে / সাদুয়া > মেদো / গাহিয়া > গোমে
 বনিয়া > বনে / কারিয়া > কারে

Rule-14: হ-কার লোপ (হৈ) / র-কার লোপ (রৈ)

→ হ/হ-কার লোপ পালে / → র/র-কার লোপ পালে এবং অনেক সময় দ্ব্যর্থতা
 ব্যঞ্জনন দ্বিগু হবে।

উদাহরণ: / আল্লাহ > আল্লা
 শাহ > শা
 চাহ > চা

কর্তা > কত / মারন > মার
 কবরনাম > কল্লাম / কলত > কাত
 তর্ক > তর্ক

Rule-15: নামিক্য ডবল: [উ(২), ঙ(২), ন, ত্র] → ৩

উচ্চারণের সুবিধার জন্য ঙ(২) নামকে বাদ দিয়ে চন্দ্র (৩) বিন্দু দিব এবং চন্দ্রবিন্দু
 চিক স্বরধ্বনির উপরে বসাবে।

উদাহরণ: / অঙ্ক > অঙ্ক / চন্দ্র > চাঁদ / মণ্ড > মাঁড় / গুম্বা > গৌন্দ

Note

→ কার যে ব্যঞ্জনন যুক্ত হয় সেই কার অবদার
 সেই ব্যঞ্জননের পরে উচ্চারিত হয়।

যেমন: জোবান

→ উচ্চারণের সময় ঙ-কার গ এর পরে হবে।
 → জোবান

কু = ক + হ + অ

ক = ক + অ

ত = ত + অ [যুক্ত ব্যঞ্জনন]

কি-অ = কি উচ্চারণ আনুজ্ঞাতিক
 ক = ক + অ বর্ণ অক্ষর
 ক = ক + অ

১৪ ও ম-ত্ব বিধান:

- অসম্মত শব্দের বাবলে ১-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ১৪ বিধান বলে।
→ অসম্মত শব্দের বাবলে ম-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মকে ম-ত্ব বিধান বলে।

১৪ ও ম-ত্ব বিধানের নিয়ম:

১৪ বিধান	মত্ব বিধান																				
<p>১. ধ্র, র, ম > ১</p> <p>উদাহরণ: ধ্রুত, রুত, মত, মতনা, কারুত, মরুত, ব্যাকরুত, জামত, উচ্চ, জীমত</p>	<p>১. ধ্র, র > ম</p> <p>উদাহরণ: ধ্রুশি, রুশক, রুশা, রুশি, দুশি, দুশি, বরুশ, বরুশ, উচ্চরুশ</p>																				
<p>২. ট, ঠ, ড, ঢ > ১</p> <p>উদাহরণ: ঘন্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড, কণ্ঠ</p>	<p>২. ট, ঠ > ম</p> <p>উদাহরণ: কন্ঠ, কন্ঠ, কন্ঠ, কন্ঠ, কন্ঠ</p>																				
<p>৩. নামক</p> <table border="1"> <tr> <td>ধ্র</td><td>ডিলেন</td><td>ব-বর্গ</td><td>→ বহুবচন</td><td>নামিকা</td></tr> <tr> <td>র</td><td></td><td>প-বর্গ</td><td>→ পক্ষীয়</td><td>১</td></tr> <tr> <td>ম</td><td></td><td>স্ব-ধ্রুতি ২০ টি</td><td>→ আধার</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>হ, য, ম, ঙ</td><td>→ হাঙ্গাম</td><td></td></tr> </table> <p># প্রাক্ষর = ব + [র] + [আ + হ + ম] + [১] নামক ডিলেন নামিকা</p> <p># রূপ = ক + [ধ্র] + [দ + অ] + [১] নামক ডিলেন নামিকা</p> <p>উদাহরণ: রামায়ণ, লক্ষণ, হরিশ, ...</p>	ধ্র	ডিলেন	ব-বর্গ	→ বহুবচন	নামিকা	র		প-বর্গ	→ পক্ষীয়	১	ম		স্ব-ধ্রুতি ২০ টি	→ আধার				হ, য, ম, ঙ	→ হাঙ্গাম		<p>৩. হ- কারাক/উ- কারাক</p> <p>উদাহরণ: প্রতি + ষিৎকা = প্রতিষিৎকা ই-বর্গ</p> <p>অনু + মজা = অনুমজা উ-কার</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>উদাহরণ গুলি হল: অনু পরি, নি, বি, অতি, অতি, অতি, ...</p> </div>
ধ্র	ডিলেন	ব-বর্গ	→ বহুবচন	নামিকা																	
র		প-বর্গ	→ পক্ষীয়	১																	
ম		স্ব-ধ্রুতি ২০ টি	→ আধার																		
		হ, য, ম, ঙ	→ হাঙ্গাম																		
<p>৪. কতকগুলো ম-ত্ব স্বভাবতই ১- হয়।</p> <p>উদাহরণ: বাণিজ্য, লবণ, মণ, কল্যাণ, বানী, পণ, বণিক, গণনা, বীণা, ...</p>	<p>৪. কতকগুলো ম-ত্ব স্বভাবতই ম- হয়।</p> <p>উদাহরণ: মানুষ, ভাষা, আমাঢ়, কোষ, পামাণ, ভাষা, কোষণ, লোম, পামণ, উমা</p>																				

* স্বভাবতই 'ন' বসে প্রসন্ন কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট (দ্রুতগত)

চানক্য প্রাণিগুণ গাং সানিভ্য নবনং অণং
 য়েণু বীণা কঙ্কণ কনিকা।
 কল্যাণ কৌন্তি সনি স্মাণু গুণা দুগুণ বৈনী
 রুণী অণু বিদানি গনিকা।
 আদ্য ন্যায়্য বানী নিদুগুণ তনিতা দানি
 জৌং কৌং ডাং গাং মাণং।
 চিক্কণ নিক্কণ তুং কলোনি বনিক গুণা
 গণনা গিণাক দণ্য বান।

* স্বভাবতই 'য' বসে প্রসন্ন কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট শব্দ

ভাষা প্রাষা যট অষাট যট
 কমিত দাষাণ য়ে দাষট
 কাম্য কাম্য কাম্য কাম্য
 আভাষ বাষা মূষিক অর্থ
 লোষ দুষা সমা ভাষা
 য-ত্ব বিধির কলেনা দাষ্য
 প্রানুষ

কৃতিক্রমঃ

- (i) বিদ্যেজি শব্দের বানানে 'ন' / 'য' বসে না।
 উদাহরণঃ কর্ণন, হর্ন, কোরআন, কর্ণার, গ্লিফকর্নার, গ্লিন, মেডিসিট, রেভিসিট, ব্রুজিঙ, জেডিমাস, জাঁর, সাস্টার, হোফেন, সেশেন।
- (ii) ত বর্জীয় বর্ণের সাথে 'ন' বসে না ; ন বসে।
 উদাহরণঃ অন্তর, কমন, গন্ধা, দন্ত, বাদ্য
- (iii) 'অংকুত' 'আং' প্রত্যয় যুক্ত শব্দে 'য' বসে না।
 উদাহরণঃ অগ্নিমাংস, ব্রহ্মিমাংস, অগ্নিমাংস

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কনিকা

→ ঞ নর রূপ ২টি। (ঞ, ঞ)
 ঞ | ঞ → ঞন, ঞনাস্বক
 < → ঞন, ঞন

→ র নর রূপ ৩টি। (র, ঞ, ন)
 র | র → রন, মরন
 / → রন, রন
 ন → রন, রন

→ য নর রূপ ২টি। (য, ঞ)
 য | য → যন, জয়ন
 ঞ → যন, জয়ন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কনিকা

যত্ব বিধান	
করু (অ)	বনু (য)
অ, আ, ই	ই..... উ
	ি..... ঈ
দুরক্ষার X	দারিক্ষার X
→ দুরক্ষার ✓	→ দারিক্ষার ✓
* তিরক্ষার X	→ তিরক্ষার ✓
* নমক্ষার X	→ নমক্ষার ✓
* বহিক্ষার X	→ বহিক্ষার ✓
* আবিক্ষার X	→ আবিক্ষার ✓
* দুম্বাঙ্গ X	→ দুম্বাঙ্গা ✓
* প্রজিটন X	→ প্রজিটন ✓
(গ) = গ+অ (ঘ) = ঘ+উ (রি) = র+ই	

SHORT TECHNIC

৩. ঞ/র/ষ + ন/ম উদাহরণ: ঞ্মি, বন্ম, বন্ম, চন্ম।
But ব্যতিক্রম → ধ্বন।
৪. ই/উ + Direct ম উদাহরণ: পরইক্ষার, আমইক্ষার
↓ ↓
পরিক্ষার আমিক্ষার
৫. ট + ষ/ন উদাহরণ: কন্টক, টাটা, কটে, কন্ট, ওষে, নষ্ট, দুর্ঘট
↓ ↓ ↓ ↓
ট, চ, ড, ট
৬. ঙ + ন উদাহরণ: দন্ট, বান্দা, বান্দরবান, অন্ধকার, বন্ধন
↓ ↓ ↓ ↓
ড, থ, দ, ধ
৭. ব্রুথক স্রজবতই ন/ম।
৮. বিদেশি শব্দের বানানে 'ন/ম' হয় না। উদাহরণ: সেন্সন, স্টেজিয়াম, ইন, কার্নেল
গ্রীন, অর্জান, কন্টেল
৯. স্য → স্য মুক্ত শব্দ স্য আধিক্যিত থাকবে। উদাহরণ → ভূমিস্য, পূমিস্য

ইন ইন
↓ ↓
২য় নিয়ম স্রজবতই

বাংলা বানান সূত্র মতে রাখার কৌশল:

দেশ, ভাষা, জাতির নামে বন্ধ হয় 'ই' —
অগ্রাণী, ইতরাগ্রাণী অ-ও জেলেছি,
উজ্জ্বল 'ই' কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্রীবাচক 'ই' কার মানি।
বিদেশি শব্দে 'ম' হবে না কখনো
অসমর ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় কোনো,
কেন থাকলে বর্নে দ্বিগু না হয়
অক্টে বিসর্জ বর্জন জানবে নিশ্চয়।
ভগ্য-বাচক-বিদ্যা-ই-অ-নী-নী, হলে
শব্দান্তর 'ই' ই-কার হয় হই-বলে।

ব্যতিক্রম: গ্রীনজা, মালদীপ, চীন (চীনা)
আর্জেন্টিনা, অফিসিয়া/আরবি/বাংলাদেশি
ব্রাজিল, দক্ষিণে হিন্দি/বাজাখি
লেবানন, টেবিল/বৈজি, কটকটগামি
স্রী, রানী, তননী
সেন্সন, ফটোজিও, স্টেজিয়াম
আনাবস, আমদানি, বন্দার, বান্দুন
বিসর্জন (বিসর্জন), কার্যানয়ম, কার্য
প্রাক্তন/আদ্যত/স্মৃত্ত
প্রাক্তন/আদ্যত/স্মৃত্ত
প্রানী (প্রানিজিগ), স্মিত্রী (স্মিত্রি)

Note: অসমর শব্দ চিনার উদাহরণ: যে শব্দে (ন, ম, ই-কার বা মুক্ত অক্ষর) পাওয়া
মায় অহলে স্রজবত অ অসমর শব্দ।

উদাহরণ: ধ্বন, ভবন, ইন, ভাষা, নষ্ট, দুর্ঘট

- * বাংলা (দেশী), অদ্ব ও বিদেশি শব্দের বানানে সূর্যবন্য ঞ(ন) লেখার প্রাস্তোভন হয় না।
- * অসমরবর্ধ শব্দে স্রজবত ন-ত্ব বিধান খাটে না। (সিনসন, দুর্ভাগ, দুর্নীতি)
- * ভ বর্জ্য বর্ণের সঙ্গে মুক্ত ন কখনো ন হয় না; ন হয়।

SHORT TECHNIC

৩. ঞ/র/ষ + ন/ম উদাহরণ: ঞ্চি, বরন, বরন, চরন।
But ব্যতিক্রম → ধরন।
৪. ই/উ + Direct ম উদাহরণ: পরইক্ষার, আমইক্ষার
↓ ↓
পরিক্ষার আমিক্ষার
৫. ট + ষ/ন উদাহরণ: কর্ক, চাটা, কটে, কর্ফ, ওষে, নর্ফ, দুর্ফ
↓ ↓ ↓ ↓
ট, চ, ড, ট
৬. ঙ + ন উদাহরণ: দক, বাদা, বান্দরবান, অন্ধকার, বন্ধন
↓ ↓ ↓ ↓
ঙ, থ, দ, ধ
৭. ব্রুথক স্রজবতই ন/ম।
৮. বিদেশি শব্দের বানানে 'ন/ম' হয় না। উদাহরণ: সেন্সন, স্টেজিয়াম, ইন, কার্নেল
গ্রীন, অর্জান, কর্নেল
৯. স্য → স্য মুক্ত শব্দ স্য আধিক্যিত থাকবে। উদাহরণ → ডুমিয়া, দুমিয়া

ইন ইন
↓ ↓
নং নিয়ম স্রজবতই

বাংলা বানান সূত্র মতে রাখার কৌশল:

দেশ, ভাষা, জাতির নামে বন্ধ হয় 'ই' —
অগ্রাণী, ইতরাগ্রাণী অ-ও জেলেছি,
উজ্জ্বল 'ই' কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্রীবাচক 'ই' কার মানি।
বিদেশি শব্দে 'ম' হবে না কখনো
অসমর ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় কোনো,
কেন থাকলে বর্নে দ্বিগু না হয়
অক্রে বিসর্জ বর্জন জানবে নিশ্চয়।
ভাষ্য-বাচক-বিদ্যা-ই-অ-নী-নী, হলে
শব্দান্তর 'ই' ই-কার হয় হাবলে।

ব্যতিক্রম: গ্রীনজা, মালদীপ, চীন (চীনা)
আর্জেন্টিনা, অফিসিয়া/আরবি/বাংলাদেশি
ব্রাজিল, দাকিস্তান হিন্দি/বাজাখি
লেনিন, টেবিল/বৈজি, কটকিডামি
স্রী, রানী, তননী
সেন্সন, ফটোয়ার্ট, স্টেজিও, স্টেজিয়াম
আনাবস, আমদানি, বর্নার, বানুন
বিসর্জন (বিসর্জন), কার্যানয়, কার্য
প্রাক্তন/আদ্যত/স্রুত
প্রাক্তন/আদ্যত/স্রুত
প্রানী (প্রানিজিগ), স্রুতী (স্রুতী)

Note: অসমর শব্দ চিনার উদাহরণ: যে শব্দে (ন, ম, ই-কার বা মুক্ত অক্ষর) পাওয়া
মায় অহলে স্রাবিরণত অ অসমর শব্দ।

উদাহরণ: ধরন, ভরন, ইন, ভাষা, নর্ফ, দুর্ফ

- * বাংলা (দেশী), অদ্ব ও বিদেশি শব্দের বানানে সূর্যব্যা এন(ন) লেখার প্রাস্তোত্তন হয় না।
* অসমরবর্ধ শব্দে স্রাবিরণত ন-ত্ব বিধান খাটে না। (সিনসন, দুর্নাস, দুর্নীতি)
* অ বর্জ্য বর্ণের সঙ্গে মুক্ত ন কখনো ন হয় না; ন হয়।

শুদ্ধিকরণ বা বাংলা বানানের Bullet Rules মনুহঃ

Rule-1: দেশ, ভাষা, জাতির নামে ই-কার হয়।

উদাহরণঃ

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা	বাংলাদেশি	হিন্দি	কৃত্তিকমঃ গ্রীকভদ্র, মালদ্বীপ
দাকিষ্ঠান, অফেনিসিয়া	বাঙালি	তুর্কি	
দেশ	দাকিষ্ঠানি	আরবি	
	জাতি	কুরামি	
		ভাষা	চীন, দেশ
			চীনা, ভাষা

Rule-2: অপ্রাণী, ইতর প্রাণী নামে ই-কার হয়।

উদাহরণঃ

পেন্সিল	কাটবিড়ালি, দাঘি, হাতি, ঘুরগি
বাড়ি, চাবি,	বেড়ি

Rule-3: ভগৎ, বাচক, বিদ্যা, ত্ব - শব্দের শেষে যুক্ত হলে শব্দের শেষে যুক্ত ই-কার ই-কার হবে।

উদাহরণঃ

প্রাণী	প্রাণী	অগ্নী
প্রাণিবিদ্যা	প্রাণিবাচক	অগ্নিত্ব

Rule-4: বিদেশী শব্দে স/ন হয় না।

উদাহরণঃ

সেকান	শুভিও	সেভিয়ান	কর্ভেল	ইন	গ্লিন	শাউ
						Shart

# Station	S এর জন্য 'স'
S=স	Sh, -sion, -ssion, -tion ইত্যাদি জন্য 'শ'
বাণী=স	

Rule-5: বাংলা স্রীবাচক শব্দ ই-কার হবে।

উদাহরণঃ চাচি, স্নানি, নানি, স্নামানি, মামি, নানি

কিন্তু সংস্কৃত স্রীবাচক শব্দে ই-কার হবে।

উদাহরণঃ স্রী, স্রানী, স্রাননী, স্রান্বী

Rule-6: বৈদেশ্য দর কৃত্তিকের দ্বিহ্ব হবেনা।

উদাহরণঃ ~~বিস্তৃত~~
↓
বিস্তৃজন

Rule-7: শব্দের শেষে বিসর্গ (:) হবেনা।

উদাহরণঃ

প্রাণীঃ	আদাতঃ	মুদ্রঃ	বিশেষতঃ
↓	↓	↓	↓
প্রাণী	আদাত	মুদ্রত	বিশেষত

কৃত্তিকমঃ (আনন্দ, উদ্ভাস, উচ্ছ্বাস, কষ ইত্যাদি ব্রুকাতে
ছিঃ আঃ বাঃ উঃ সঠিক।)

Rule-8: দূরত্ব বুঝাতে দূর বানান উ(৫) কার হবে। আর বাকি সব দূর বানান উ(৯) কার হবে।

উদাহরণ: দূরদায়া, দূরঘটনা, দূরনাম, দূরবীক্ষণ, দূরীতি, দূরবীক্ষ

Rule-9: অদুত, দুত = এই দুইটি দূত বানানে উ(৯) কার। আর বাকি সব দূত বানান উ(৫) কার দিয়ে।

উদাহরণ: অদুতদূর, দুতদূর, দূতের গনি, দুতের আছা, কিদূত

Rule-10: প্রথিবীতে যত অন্তর্নি আছে সব ই(১) কার দিয়ে হবে।

উদাহরণ: অন্তর্নি, গীতান্তর্নি

Rule-11: প্রথিবীতে যত ভ্রী বী আছে সব ভ্রী বীতে Double ই(৭) কার হবে।

উদাহরণ: ভ্রমভ্রী, বুদ্ধিভ্রী, গরভ্রী

Rule-12: কানী, দেবী, ঘরী } এই তিনটির সাথে দাঙ্গা শব্দ যুক্ত হলে ই(১) কার হবে। আর বাকি সব হলে ই(৭) কার হবে।

উদাহরণ: কানীদাঙ্গ X → কানিদাঙ্গ
কানীবাট ✓
কানীগ্রন্থি ✓

Rule-13: অধিকারী, দায়ী, ক্ষমারী, কৃজী, একাকী } + ত্ব = ই(১) কার হবে। তবে একক জবাবে ই(৭) কার হবে। তবে একের সাথে (ক) যুক্ত করলে ই(১) কার হবে।

উদাহরণ: অধিকারী (অধিকার), কৃজী (কৃজিক), ক্ষমারী, ক্ষমারিক

Rule-14: পারদর্শী, সহস্রাঙ্গী, মণিবাদী, যাজ্ঞিক, মনোযোগী } + ত্ব = ই(১) কার হবে। তবে একের পরে ত্ব যুক্ত করলে ই(৭) কার হবে।

উদাহরণ: পারদর্শী (পারদর্শিতা)

Rule-15: রাগি } একা থাকলে রাগি বানান সুন্দর। কিন্তু রাগির আগে অর্ধ, অর্ধা, দ্বিগুণ হলে রাগ হলে যাবে।

উদাহরণ: রাগি ✓
দ্বিগুণরাগি X → দ্বিগুণরাগ

অর্ধরাগি ✓

Rule-16: আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে হ্রস্ব-কার হলে।
উদাহরণ: মোরালি, মিতালি, বনামি, থেমালি, রূপালি।

Rule-17: শব্দে উৎসর্গ লেখা মাঝে না।
উদাহরণ: দুটি X —> দুটি ✓; অত্র X —> অত্র ✓

Rule-18: কোনো শব্দের শেষে যদি হ্রস্ব-কার থাকে, সেই শব্দের মধ্যে ভঙ্গ, বাচক, বিদ্যা, মজা, স্ব, আ, নী, নী, পরিষদ, অত্র ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের হ্রস্ব-কার নবগঠিত শব্দে পরিবর্তিত হ্রস্ব-কারে পরিণত হয়।

উদাহরণ:

দ্রাবী + বিদ্যা = দ্রাবিবিদ্যা

দ্রাবী + ভঙ্গ = দ্রাবিভঙ্গ

দ্রাবী + বাচক = দ্রাবিবাচক

মন্ত্রী + মজা = মন্ত্রিমজা

মন্ত্রী + পরিষদ = মন্ত্রিপরিষদ

ব্রহ্মী + স্ব = ব্রহ্মস্ব

স্বামী + স্ব = স্বামিস্ব

দাম্পী + স্ব = দাম্পিস্ব

প্রতিদ্বন্দ্বী + অ = প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সহমন্ত্রী + অ = সহমন্ত্রিতা

বাস্তবী + অ = বাস্তবিতা

মজ্জী + নী = মজ্জিনী

অধিকারী + নী = অধিকারিনী

* স্বপ্নমু
1 2 1

স্বপ্নমু
1 1 1 1

ইতিমধ্যে X —> ইতিমধ্যে ✓

ইতিমধ্যে ✓

অনুচ্ছেদ ✓

পরিচ্ছেদ ✓

শিরচ্ছেদ X

শিরচ্ছেদ

Banglink এর
Help line
121

পাঠাবিকা X —> পাঠাব ✓

সাতাদী X —> সাতাব্দ ✓

ভ্রমবাসিনী X —> ভ্রমবাসিক ✓

রাত্নোত্তর X —> রাত্নোত্তর ✓

কুপ্তিমান X

অকুপ্তন X

কুপ্তি/মান

অকুপ্ত/ভ্রম

নম্রা মাথার কেশ X

চ মাথার নম্রা কেশ ✓

বিরূপে গুরু ছাফলের হাট X

গুরু ছাফলের বিরূপে হাট ✓

* কোনটি শুদ্ধ —> ?

১. সাতাদী

২. ভ্রমবাসিনী

৩. পাঠাবিকা

৪. চাকচাক্য Ans:

অল্প কয়েক মনে রাখার কৌশল

যদি স্বপ্নমু লেখা রাখালের বাপ-মা মারা গেলে প্রতি ছেলে হালকা পাঞ্জা আমানি পাঞ্জা, চিড়া খেয়ে আট গোরে ছাফা, ছাফা, আলনা, আদম ও বোতল নিয়ে ওকাদামু অত্র মেলা শিউলির বাড়িতে মাঝে। ছোখান বোনবির বিরে দরে গোড়ার জুঁ নিয়ে হাড়ে জিনে আছে।

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
মহামাগীত	মহামাগীতা	মহাত্মা	মহাত্মা	দোহাত্মা	দোহাত্মা
সুদারিণ	সুদারিণ	মহত্ব	মহত্ব	বাহুল্য	বাহুল্য
সূচীপত্র	সূচীপত্র	সত্তা	সত্তা		
সুকে/সুকে	সুকে	উৎকর্ষ	উৎকর্ষ		
স্বামীগৃহ	স্বামীগৃহ	মোহতা	মোহ		
মোহ	মোহ	দৈন্যতা	দৈন্য		
মোহিয়াস	মোহিয়াস	সম্প্রাণ	সম্প্রাণ		
স্নেহাশীষ	স্নেহাশীষ	অদ্যন্ত	অদ্যন্ত/অদ্যন্ত		
স্বস্তীক	স্বস্তীক	দুরহিত	দুরোহিত		
স্বরসুজী	স্বরসুজী	নীলিষ্ঠ	নিরীষ্ঠ		
স্বাক্ষরতা	স্বাক্ষরতা	দুঃখানুদুঃখ	দুঃখানুদুঃখ		
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ন	নজ্জাকর	নজ্জাকর		
অধ্যাবসায়	অধ্যাবসায়	গাঢ়ানিকা	গাঢ়ানিকা		
কৌতুহল	কৌতুহল	উন্নীলিত	উন্নীলিত		
বিদ্রুপ	বিদ্রুপ	প্রজীতি	প্রজীতি		
প্রাজ্ঞান	প্রাজ্ঞান	স্বীকৃতি	স্বীকৃতি		
সামর্থ্য	সামর্থ্য	নিহারিকা	নিহারিকা		
বিদ্বান	বিদ্বান	উজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল্য		
স্বস্বার্থ	স্বস্বার্থ	মানাসিক	মানাসিক		
সদুদ্ভূত	সদুদ্ভূত	সারিণী	সারিণী		
বিস্তৃক	বিস্তৃক	স্বয়মান	স্বয়মান		
ধরনী	ধরনী	জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ		
রুগ্ন	রুগ্ন	উদ্যোগিক	উদ্যোগিক		
সূচী	সূচী	ইদানিংকাল	ইদানিং		
সূর্ণনখা	সূর্ণনখা	উদাসীন্য	উদাসীন্য		
মনোহর	মনোহর	সমুদ	সমুদ		
ভাগীরথী	ভাগীরথী	অধাজিনী	অধাজিনী		
আবিষ্কার	আবিষ্কার	রত্নকী	রত্নকী		
চক্ষুস্মান	চক্ষুস্মান	দৌরহিত	দৌরহিত		
নিরপরাধী	নিরপরাধী	নিরীধ	নিরীধ		
অনাথিনী	অনাথ	দ্যুত	দ্যুত		
স্বাক্ষিণী	স্বাক্ষিণী	গদুস	গদুস		
নির্দোষী	নির্দোষ	নিষ্ঠা	নিষ্ঠা		
অধীনস্থ	অধীন	যক্ষা	যক্ষা		
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	সুস্বাস	সুস্বাস		
সত্তা	সম্প্রাণ	সম্প্রাণ	সম্প্রাণ/সম্প্রাণ		

কি সর্গ : সর্গ শব্দের অর্থ সিন্ধ। পদসার সর্গিত দুটি প্রকার বা বর্ণের সিন্ধকে সর্গ বলে।

কি সর্গের উদ্দেশ্য : (i) সর্গের উদ্দেশ্য স্মারিকা উচ্চারণ সহজ প্রণয়ন এবং (ii) সর্গিত সর্গের সম্পাদন করা।

কি সর্গের প্রকারভেদ :

→ বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে সর্গ দুই প্রকার। যথা :
(i) সুরসর্গ
(ii) বৃক্কনসর্গ

✓ → সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সর্গ তিন প্রকার। যথা :
(i) সুরসর্গ
(ii) বৃক্কনসর্গ
(iii) বিসর্গসর্গ

অর্থাৎ সর্গ মোটে তিন প্রকার। যথা :
(i) সুরসর্গ
(ii) বৃক্কনসর্গ ও
(iii) বিসর্গসর্গ

Note : → সর্গ - সর্গ বা বর্ণকে যুক্ত করে (অর্থাৎ যুক্ত করে)।
→ সর্গ প্রকারের প্রকাশ্যে।

* সুর+সুর সর্গ :

সুর সর্গ

Rule-1: অ/আ + অ/আ = আ-কার হবে। (১)

উদাহরণ : { পান + অন্ন = পান্ন } { বিদ্যা + আনন্ড = বিদ্যানন্ড }
{ অ + অ = ই-কার } { আ + আ = ই-কার }

Rule-2: অ/আ + ই/ঈ = ঐ-কার হবে। (২)

উদাহরণ : { স্নান + ইন্ড = স্নান্ন } { স্নান + ইন্ড = স্নান্ন }
{ অ + ই = ঐ-কার } { আ + ই = ঐ-কার (২) }

Rule-3: অ/আ + উ/ঊ = ঔ-কার হবে। (৩)

উদাহরণ : { নব + উদ = নব্বদ }
{ অ + উ = ঔ-কার (৩) }

Rule-4: অ/আ + ঋ = ঋ-কার হবে।

উদাহরণ : { দেব + ঋষি = দেবর্ষি }
{ অ + ঋ = ঋ-কার }

Rule-5: অ/আ + ঌ/ঐ = ঐ-কার হবে। (৪)

উদাহরণ : { স্নান + ঐ = স্নান্ন }
{ অ + ঐ = ঐ-কার (ঐ-কার) }

Rule-6: ই/ঈ + ই/ঈ = ই-কার হবে। (৫)

উদাহরণ : { মজী + ইন্ড = মজীন্ড }
{ ই + ই = ই-কার (৫) }

Rule-7: $\frac{উ}{উ} + \frac{উ}{উ} = উ (৫)$ কক্ষ হবে।

উদাহরণ: $\frac{উ}{উ} + \frac{উ}{উ} = উ (৫)$; $\frac{উ}{উ} + \frac{উ}{উ} = উ (৫)$;

Rule-8: $\frac{ই}{ই} + \text{অন্যস্বর} = য-ফলা (১) + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{ই}{ই} + \text{অর্থ} = \text{যর্থ}$; $\frac{ই}{ই} + \text{অ} = \text{য ফলা}$;

Rule-9: $\frac{উ}{উ} + \text{অন্যস্বর} = য-ফলা + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{উ}{উ} + \text{অন্য} = \text{যফলা}$; $\frac{উ}{উ} + \text{অন্য} = \text{যফলা}$;

Rule-10: $\frac{ঈ}{ঈ} + \text{অন্যস্বর} = ঈ-ফলা + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{ঈ}{ঈ} + \text{আলম} = \text{ঈমালম}$; $\frac{ঈ}{ঈ} + \text{আদে} = \text{ঈমাদে}$;

Rule-11: $\frac{ঐ}{ঐ} + \text{অন্যস্বর} = ঐ-ফলা + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{ঐ}{ঐ} + \text{অন} = \text{ঐমন}$;

Rule-12: $\frac{ঔ}{ঔ} + \text{অন্যস্বর} = ঔ-ফলা + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{ঔ}{ঔ} + \text{অক} = \text{ঔমক}$;

Rule-13: $\frac{ঊ}{ঊ} + \text{অন্যস্বর} = ঊ-ফলা + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{ঊ}{ঊ} + \text{অন} = \text{ঊমন}$;

Rule-14: $\frac{ঋ}{ঋ} + \text{অন্যস্বর} = ঋ-ফলা + \text{অন্যস্বর}$ ।

উদাহরণ: $\frac{ঋ}{ঋ} + \text{উক} = \text{ঋমুক}$;

ব্যঞ্জন-সন্ধি

* ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন ধ্বনি :

Rule-1: $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$ ।

উদাহরণ: $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$; $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$; $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$;

Rule-2: $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$ ।

উদাহরণ: $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$; $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$; $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$;

Rule-3: $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$ ।

উদাহরণ: $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$; $\frac{ত}{ত} + \frac{দ}{দ} = তদ$;

এই অর্নি প্রদত্ত দুই প্রকার। যথা: (i) অর্নি:মর্নি
(ii) বর্নি:মর্নি

কি অর্নি:মর্নি: অর্থহীন দুইটি শব্দের মিলনে যে মর্নি হয় তাই অর্নি:মর্নি।

দুইটি অর্থহীন শব্দ মিলে যুক্ত হলে কিন্তু যুক্ত হবার দ্বারা কোনও অর্থ প্রকাশিত না কিন্তু যুক্ত হওয়ার দ্বারা অর্থ প্রদত্ত হয়।

উদাহরণ: নে + অক = নাশক

অর্থহীন অর্থহীন অর্থ আছে

কি বর্নি:মর্নি: অর্থযুক্ত দুইটি শব্দের মিলনে যে মর্নি হয় তাই বর্নি:মর্নি।

উদাহরণ: বিদ্যা + আনয় = বিদ্যানয়

অর্থ আছে অর্থ আছে

কি নিদাতল সিদ্ধ মর্নি: হয় মর্নি কোনো নিদাতল গ্রন্থ/অনুবরণ করে না, অর্কে নিদাতল সিদ্ধ মর্নি বলে।

→ নিদাতল সিদ্ধ মর্নি তিন প্রকার। যথা:

(i) নিদাতল সিদ্ধ স্বরমর্নি

(ii) নিদাতল সিদ্ধ ব্যঞ্জনমর্নি

(iii) নিদাতল সিদ্ধ বিজ্ঞান মর্নি

নিদাতল সিদ্ধ স্বরমর্নি

→ কুল + অট = কুলট (কুলটায়)
→ প্র + উচ্চ = প্রোচ্চ (প্রোচ্চ নয়)
→ গো + অক্ষ = গোক্ষ (গোক্ষ নয়)
→ সার্ত + অক্ষ = সার্তক
→ স্বদ্ব + ওদন = স্বদ্বাদন
→ স্ব + ইর = স্বৈর
→ স্ব + ইরিনী = স্বৈরিনী
→ প্র + যশ = প্রযশ
→ গো + অক্ষ = গোক্ষ
→ বিজ্ঞ + ওম = বিজ্ঞোম

→ অন্যান্য = অন্য + অন্য
→ গলক = গো + ইক
→ গলকুর = গো + ইকুর
→ অক্কোশিনী = অক্ক + ইক্কোশিনী
→ সাক্ষে = সাক্ষ + ওম
→ সীমানক = সীমান + অক/সীমান + অক (সীমা অর্থ)
→ সাক্ষক = সাক্ষ + অক
→ স্বদ্বাদন = স্বদ্ব + ওদন
→ গোক্ষ = গো + অক্ক
→ সীমানক = সীমান + অক (সীমা অর্থ)

কলে রাখার বৈশিষ্ট্য

→ কুলট বর্নি নারীরা প্রোচ্চ, প্রোচ্চ ও অন্যান্য দুই সাথে নিয়ে মার্জিত গ্রন্থমা হলেন গবাক্ষ বর্নি
গবাক্ষ নর নারী গবাক্ষ দেখাচ্ছে। সেই যুগেই স্বদ্বাদন; স্বৈর-স্বৈরিনী ও অক্কোশিনী
বর্নি সাথে নিয়ে বিজ্ঞোম ও সাক্ষক হয়ে সাক্ষক বাজাত বাজাত প্রেমের দরজা ছিল গবাক্ষ
প্রকাশ করে।

নিদাতল সিদ্ধ বিজ্ঞান মর্নি

→ বাচ: + পতি = বাচপতি
→ অহ: + নিম্ন = অহনিম্ন
→ ভা: + বর = ভাবর
→ অহ: + অহ = অহরহ
→ মন: + কর্ম = মন: কর্ম
→ প্রাভ: + বল = প্রাভ: বল
→ মির: + পীড়া = মির: পীড়া

কলে রাখার উপায়

→ বাচপতি বাবু অহনিম্ন অহরহ মির: পীড়ায় দুঃখ। অহ প্রাভ: কলে মন: কর্মে আত্মবিশ্বাস
ভাবর ভীতি করেন।

নিম্নোক্তে সিদ্ধ ব্যক্তিগণ সন্নি

→ বন+পতি = বনস্পতি	→ দক্ষাৎ+অর্ধ = দক্ষার্ধ	→ গো+মদ = গোসাদ
→ বৃহৎ+পতি = বৃহস্পতি	→ দক্ষাৎ+অর্থ = দক্ষার্থ	→ আ+র্ম = আর্ম
→ প্রক+দক্ষ = প্রকাক্ষ	→ সনস+ইয়া = সনয়ী	→ অ+দাদ = আদাদ
→ মট+দক্ষ = মোটাক্ষ	→ বাক+ইয়ুরী = বাগৌরী	→ প্রাম+চিও = প্রামচিও
→ অ+বান = অবান	→ হরি+চন্দ্র = হরিচন্দ্র	→ পত্+অকুনি = পতকুনি
→ দর+দর = দরদর	→ গো+ম = গম	→ দিব+লোক = দ্যলোক
→ কিশ্র+সিহ = কিশ্রসিহ	→ লো+ম = লাম	
→ দিব+লোক = দ্যলোক	→ হিনস+অ = হিন্স	

মনে রাখার কৌশল

→ বনস্পতি ও বৃহস্পতি দুই জাই। তাদের বয়স মথাক্ষের প্রকাক্ষ ও মোটাক্ষ। তারা দরদর তক্ষর ও কিশ্রসিহ। তারা প্রকাক্ষ দক্ষার্থ/দক্ষার্থে বার্ষিকী মনয়ীকে বলে আত্মপাত বাগৌরী প্রকাক্ষ হরিচন্দ্রদের বাড়ি থেকে গম ও লাম নামের হিন্স গোসাদ দুটি কুরি করবে। তা স্থানে যে আর্ম হলে বনন কি আদাদ! তারা প্রামচিও বন্ধর আদার পতকুনির মাথে দ্যলোকে প্রবেশ করবে।

* বিশেষ নিম্নে সাধিত ব্যক্তিগণ সন্নি :

→ দরি+বৃত = দরিবৃত	→ সন+বৃত = সংবৃত	→ সন+বৃত = সংবৃত
→ দরি+বান = দরিবান	→ সন+বান = সংবান	
→ উ+আন = উআন	→ উ+আদান = উআদান	

মনে রাখার কৌশল

→ সংবাদ সংবৃত আদার অদ সংবৃত উআন টোকাতে সংবান আদার দরিবৃত জাই দরিবান উআদান বরা হলেও।

কতিদয় গুরুত্বপূর্ণ সন্নি বিচ্ছেদমণ্ড

অন্য = অন্য+অন	নয়ন = নে+অন	প্রাপক = প্রাতি+প্রক	নরার্ম = নর+অর্ম
নামক = নে+অক	ক্ষম = ক্ষে+অন	নদ্যন্তু = নদী+অন্তু	রিমাম = রিম+অম
নাবিক = নো+ইক	গামক = গো+অক	স্বাণ = সু+অণ	সূক্ষদয় = সুক্ষ+উদয়
বনস্পতি = বন+পতি	লবন = লো+অন	স্বাগত = সু+আগত	মথোচ্চি = মথ+উচ্চি
শীত = শীত+ধাত	অশীত = অশি+ইত	অশ্রিত = অশ্রু+ইত	গৃহধর্ম = গৃহ+ধর্ম
হৃদয় = হৃদ+ধাত	দর্শিকা = দরি+ইকা	অশ্রী = অশ্রু+ই	প্রভোর্মি = প্রভা+ধর্মি
কুর্ষ = কুর্ষ+ধাত	মজীন্দ = মজী+ইন্দ	অশ্রম = অশ্রু+ম	দেবর্মি = দেব+ধর্মি
ভাবক = ভো+অক	মজীনা = মজী+ইনা	অশ্রু = অশ্রু+ইনা	মহর্মি = মহা+ধর্মি
দরি = দো+ই	ইজাদি = ইতি+আদি	মথর্ম = মথ+ইর্ম	জরক = জর+প্রক
প্রহমণী = গো+প্রমাণ	অশ্রু = অশি+অশ্রু	দরক্ষ = দরক্ষ+ইর্ম	মদেব = মদা+প্রব
প্রবাদি = গো+আদি	অশ্রুতি = অশি+উক্তি	মহর্ম = মহা+ইর্ম	মহর্ম = মহা+প্রক
দাবক = দো+অক	প্রহম = প্রাতি+উম	বিদ্যাম = বিদ্যা+অম	মহর্ম = মহা+প্রক
দাবন = দো+অন	মমার্থ = মমী+অর্থ	মথর্ম = মথ+অর্থ	দিগন্ত = দিকা+অন্ত

নিভৃত্ত = নিচ + অতু	অহরহ = অহঃ + অহ		
মুজানন = মূচ + আনন	বাচস্পতি = বাচঃ + পতি		
অদবধি = অদ + অবধি	অক্রম = অক্রঃ + ক্রম		
সুবৃত্ত = সুদ + অতু	নীরস = নিঃ + রস		
এক + হ্রস্ব = একাহ্রস্ব	নীরস = নিঃ + রস		
কথাক্রম = কথ + ক্রম	নিরাকার = নিঃ + আকার		
পরিচ্ছদ = পরি + ছদ	অলীকাদ = অলীঃ + বাদ		
যনোমধি = যন + ওমধি	দুর্যোগ = দুঃ + যোগ		
মহোমধি = মহা + ওমধি	অকুর্গত = অকুঃ + গত		
পন্থীমধি = পন্থ + ওমধি	অকুর্গত = অকুঃ + গত		
মহীমধি = মহা + ওমধি	দুর্যোগ = দুঃ + যোগ		
উৎপন্ন = উৎ + পন্ন	দুর্যোগ = দুঃ + যোগ		
মংকার = মম + কার	জিবেদান = জিঃ + দান		
মংকৃত = মম + কৃত	মহাক্রম = মনঃ + ক্রম		
পরিম্কার = পরি + কার	মহাক্রম = মনঃ + ক্রম		
উৎপন্ন = উৎ + পন্ন	মহাক্রম = মনঃ + ক্রম		
আচর্য = আ + চর্য	অপাদন = অপঃ + দন		
সোমাদ = সো + পাদ	অজাধিন = অজঃ + অধি		
বনস্পতি = বন + পতি			
বৃহস্পতি = বৃহঃ + পতি			
অক্রম = অক্রঃ + ক্রম			
কিরচ্ছদ = কিরঃ + ছদ			
নিম্বুর = নিঃ + বুর			
দুস্ম = দুঃ + স্ম			
নিম্বুর = নিঃ + বুর			
দ্বির্ভুজার = দুঃ + ভুজার			
দুষ্কর = দুঃ + কর			
নম্কার = নমঃ + কার			
পদম্পন্ন = পদঃ + পন্ন			
নিম্বুর = নিঃ + বুর			
দুষ্কর = দুঃ + কর			
প্রাণঃকাল = প্রাণঃ + কাল			
মনঃকর্ম = মনঃ + কর্ম			
কিরঃপীড়া = কিরঃ + পীড়া			
অহনিশ = অহঃ + নিশা			